‘ঈদকে ঘিরে একটি পরিত্যক্ত সুন্নাতের পূণর্জীবিতকরণ প্রসঙ্গে

প্রফেসর ড. আবু বকর রফীক *[১]

আজ মনের মধ্যে বড় একটি আশাবাদ নিয়ে একটি নতুন বিষয়ের উপর কলম ধরার প্রয়াস পেলাম। বিষয়টি হলো মহিলাদেরকে ‘ঈদের জামাতে শরীক হওয়ার সুযোগ প্রদান প্রসঙ্গে। আমাদের দেশে প্রচলিত সামাজিক-ধর্মীয় সংস্কৃতির (Socio-religions culture) দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি সম্পূর্ণ অভিনব বা অপরিচিত মনে হবে। শুধু তাই নয়, যদি কোন দিন কোন আলেম উলামার সমাবেশে এ ব্যাপারে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত চেয়ে কেউ কোন প্রস্তাব উত্থাপন করে তাকে নির্ঘাৎ নাজেহাল হতে হবে। সকলেই সমস্বরে বলে উঠবেন: “যে রীতিটি আমাদের বাপ দাদা আর পূর্ব পূরুষরা কেউ চালু করেননি তা কী করে সম্ভব”? এমন কি আরো বলা হবে যে, এ দেশের হাজার হাজার আলেম ও ধর্মতত্ত্বের স্কলারদের কেউই যে কথাটি বলেননি সে বিষয়টির পক্ষে অবস্থান নেয়া একটি বিদ‘আত ছাড়া আর কিছুই নয়। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মহিলাদের জন্য ঘরে অবস্থানই নিরাপদ। কাজেই এহেন একটি উদ্যোগ গ্রহণের প্রচেষ্টা ইসলামের মূল স্পিরিটের পরিপন্থী এবং সমাজে ফ্যাসাদ সৃষ্টির নামান্তর।

এ বিষয়ে সকল বিতর্কের অবসান কল্পে আমি যে কথাটি সবচে’ গুরুত্বপূর্ণ মনে করি তা হলো: চলুন আমরা প্রথমে যাচাই বাছাই করে দেখি মহিলাদের ‘ঈদের জামাতে অংশগ্রহণ বিষয়ে ইসলামী শরী‘আহর মূল দু’টি উৎস তথা আল্লাহর কিতাব এবং রসূলের সুন্নাহতে কোন দিক-নির্দেশনা আছে কি না?

আমরা আল্লাহর কিতাবে এ জাতীয় কোন দিক-নির্দেশনা দেখতে পাই না। আর না পাওয়াই স্বাভাবিক। কারণ আল কুরআনে বিধৃত হয়েছে শুধু ইসলামী শরী‘আহর মৌলিক বিধানগুলোই। তবে পবিত্র কুরআনে এমন একটি মৌলিক নীতি (basic guideline) দেয়া আছে যা এ বিষয়ে আমাদের করণীয় কি সে বিষয়ে একটি দিক-নির্দেশনার ভুমিকা রাখে। তা হচ্ছে পবিত্র কুরআনের বাণী:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا (الأحزاب: ٣٦)

অর্থাৎ: “আর কোন মু’মিন পুরুষ বা মহিলার জন্য - যখন আল্লাহ এবং তাঁর রসূল কোন বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত দান করেন তখন এ বিষয়ে তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের কোন অবকাশ থাকে না। আর যে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের অবাধ্যতা করে সে সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হল”। [৩৩ : ৩৬]

এখন আমাদেরকে দেখতে হবে আল্লাহর রসূলের সুন্নাহতে এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত দেয়া আছে কিনা? আর যদি কোন সিদ্ধান্ত দেয়া থাকে, তা হলে শরী‘আহর দলীল হিসেবে এর মানগত অবস্থান কতটুকু? তাও যাচাই করতে হবে।

মহানবী ﷺ হতে বর্ণিত বিশাল হাদীছ ভাণ্ডারে দৃষ্টি দিলে আমরা এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন গ্রন্থে একাধিক পাঠে বর্ণিত বেশ কিছু বিশুদ্ধ হাদীছ দেখতে পাই। সবগুলো হাদীছ একত্রিত করতে গেলে আলোচনা অনেক দীর্ঘায়িত হবে, তাই আমি এখানে গুরুত্বপূর্ণ দু’একটি হাদীছের উদ্ধৃতি দিয়েই ক্ষান্ত হওয়া সমীচীন মনে করছি। যেমন:

একঃ

عن امّ عطيَّة نسيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت : أَمَرَنَا رسولُ الله ﷺ أن يعتزلن مصلَّى المسلمين . وفى لفظ: " كنا نُؤمَرُأن نَخرُج يوم العيد حتى نُخرِجَ البِكرَ من خِدرها، حتى تَخرُج الحُيَّضُ فيكبِّرنَ بتكبيرهم ويدعُونَ بدعائهم، يرجُونَ بَركَةَ ذٰلك اليوم وطُهرَتَهُ. (صحيح. متفق عليه)

[১] * সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম (IIUC)

উম্মে আতিয়্যাহ, নুসাইবাহ আল আনছারিয়্যাহ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আল্লাহর রসূল আমাদের উদ্দেশ্যে নির্দেশ জারী করেছেন যে, যুবতী মহিলা এবং গৃহ অভ্যন্তরে অবস্থানকারীনীরা যেন 'ঈদের সমাবেশে শরীক হওয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়। আর তিনি ঋতুবতীদেরকে মুসলিম জনতার নামাযের স্থান হতে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করার নির্দেশ দেন। অন্য বর্ণনায় আছে, আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হত, আমরা যেন 'ঈদের দিবসে যুবতীদেরকে তাদের অবস্থান থেকে বের করে আনি, এমনকি ঋতুবতী মহিলারাও যেন বের হয়, এবং তারা লোকদের সাথে তকবীর পাঠে এবং দু'আতে যেন অবশ্যই শরীক হয়, এবং এ দিবসের বরকতের আশা করতে পারে। (বুখারী-মুসলিম অভিন্ন রাভী হতে।)

দুইঃ উম্মে আতিয়্যাহ (রা.) কর্তৃক আরো বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমাদেরকে বিশেষভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমরা যেন ঋতুবতী ও গৃহ অভ্যন্তরে অবস্থানকারীনী যুবতীদেরকেও বাড়ি থেকে বের করে 'ঈদের মাঠে নিয়ে আসি, যাতে করে তারা মুসলমানদের জামাতে এবং (প্রভুর দরবারে পেশকৃত) দু'আর কাজে শরীক হতে পারে। তবে ঋতুবতীরা নামাযের জন্য চিহ্নিত স্থান হতে দূরে অবস্থান করবে।

তখন জনৈকা মহিলা নবীজীকে বল্ল: "হে আল্লাহর রসূল! যদি 'ঈদের সমাবেশে হাজির হওয়ার মত কারো কাছে জিলবাব (Robe, long skirt) বিদ্যমান না থাকে তা হলে কী করবে? "আল্লাহর রসূল উত্তর দিলন: "এ ক্ষেত্রে তার বান্ধবী তাকে জিলবাব সরবরাহ করবে।" (বুখারী, ১/৮০)

তিনঃعن امّ عطية رضي الله عنها قالت: أَمَرَنا رسولُ الله ﷺ ان نُخرِجَ العواتِقَ والحُيَّضَ فِي العيدين ،يشهدنَ الخَيرَ ودعوةَ المسلمين ويعتزِلُ الحُيَّضُ المصلّى (متفق عليه)

উম্মে আতিয়্যাহ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেছেন: "আল্লাহর রসূল আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন যুবতী এবং ঋতুবতী মহিলাদেরকে 'ঈদের মাঠে নিয়ে আসি, যাতে করে তারা কল্যাণ কর্মে উপস্থিত থাকার সুযোগ পায়, আর সুযোগ পায় মুসলিম জনতার সম্মিলিত দু'আতে অংশগ্রহণের, অবশ্য ঋতুবতীরা মুছল্লা তথা নামাযের স্থান থেকে এটুকু দূরে অবস্থান করবে।" (মুত্তাফাক 'আলাইহ)

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, খোদ ইমাম বুখারী এ হাদীছটি বিভিন্ন পাঠে ও অভিন্ন অর্থে সংকলন করেছেন। কোন কোন পাঠে (اَمَرَنا نبيُّنا) তথা নবীজী আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, কোন কোন পাঠে (أُمِرْنَا) তথা আমরা আদিষ্ঠ হয়েছি। কোন কোন পাঠে " أنْ نُخرِجَ العواتِقَ وذواتِ الخِدر" আমরা যেন যুবতী ও গৃহ-অভ্যন্তরে অবস্থানকারীনীদেরকে বের করে নিয়ে আসি। আবার কোন কোন পাঠে (أن تخرُجَ العواتقُ وذواتُ الخِدر) যুবতী ও গৃহ অভ্যন্তরে অবস্থানকারীনীরা যেন 'ঈদের ময়দানে বেরিয়ে আসে, ইত্যাদি। অনুরূপভাবে ইমাম মুসলিমও হাদীছটি ভিন্ন ভিন্ন পাঠে সংকলন করেছেন। যেমন:

أمرَنا رسولُ الله ﷺ ان نُخرِجَ فى الفطر والأضحٰى العواتِقَ والحُيّضَ وذواتِ الخُدور، فأما الحُيّضُ فيَعتَزِلنَ الصلاة ويَشهدْنَ الخيرَ ودعوةَ المسلمِين ، قلت : يا رسول الله " إحدانا لا يكون لها جلباب" . قال: "لتُلبِسَها أختُها من جلبابها".

এ হাদীছ গুলো থেকে যে শিক্ষাগুলো বেরিয়ে এল তা হচ্ছে:

ক) 'ঈদের ময়দানে মহিলাদের উপস্থিতি শুধু যে একটি অনুমোদিত বিষয় তা নয়, বরং তাদের উপস্থিতি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, এবং এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণে মুসলিমগণ আদিষ্ট।

খ) 'ঈদের সমাবেশে উপস্থিতির বিষয়ে যে শুধু যারা নামাযে শরীক হবে তাদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে তা নয়, বরং পবিত্র ও ঋতুবতী, শিশু ও যুবতী, এমন কি যারা ঘর থেকে বের হতে পছন্দ করে না তারাও আদিষ্ট।

গ) ইসলামের দৃষ্টিতে 'ঈদের সমাবেশ হচ্ছে একটি পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী সমাবেশ। এবং এতে অংশগ্রহণ হচ্ছে মহিলাদের একটি অধিকার। এখান থেকে কেউ যেন বঞ্চিত না হয়, এবং অনুপস্থিত না থাকে, যাতে করে

মুসলিম উম্মাহর অন্যান্য সদস্যের সাথে ‘ঈদের জামাতে শরীক হতে না পারলেও অন্তত: আল্লাহর যিকর এবং সম্মিলিত দু‘আ থেকেও যেন বঞ্চিত না হয়।

ঘ) ‘ঈদের জামাতে শরীক হওয়ার মত কারো উপযুক্ত বস্ত্র না থাকলে অন্য যাদের অতিরিক্ত বস্ত্র রয়েছে তাদের উচিৎ যাদের বস্ত্র নেই তাদেরকে ধার দেয়া।

ঙ) বর্তমানে যারা নারীদের অধিকার নিয়ে সোচ্চার তারা সমাজে এমন এমন বিষয়সমূহ প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পায়, যা ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে অনুমোদিত নয়, অথচ ‘ঈদের জামাতে শরীক হওয়ার অধিকারটি - যে বিষয়ে নবীজীর তাগীদ রয়েছে - তা নিয়ে কাউকে মুখ খুলতে দেখা যায় না।

চ) হাদীছটি শুধু যে ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম সংকলন করেছেন তা নয়, বরং অনুরূপভাবে তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, মুসনাদে আহমদ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ হাদীছ গ্রন্থসমূহের সব কটিতেই একাধিক পাঠে এ হাদীছটি সংকলিত হয়েছে। অতএব এ হাদীছটি প্রথম শ্রেণীর বিশুদ্ধ হাদীছ।

এর পরেও কি কারো সন্দেহ বা দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকতে পারে - মহিলাদের ‘ঈদের সমাবেশে শরীক হওয়া শরী‘আহ-সম্মত কিনা সে বিষয়ে? নবীজীর পরেও যুগ যুগ ধরে যে সুন্নতটি চালু ছিল তা হঠাৎ করে পাক ভারত উপমহাদেশে এসে কখন এবং কীভাবে একটি বিস্মৃত ধর্মীয় রীতিতে পরিণত হলো তা অবশ্য ভাববার বিষয়।

আমাদের দেশে দীর্ঘ দিন ধরে এ সুন্নাতটি চালু না থাকার কারণে কারো কারো মনে এ সন্দেহ জাগতে পারে যে, হয়ত এ রীতিটি ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ নয়। এ সন্দেহের নিরসন কল্পে মুসলিম বিশ্বের বর্তমান শতকের শ্রেষ্ঠ স্কলার, সাউদী আরবের গ্রাণ্ড মুফতী ও মুসলিম মিল্লাতের বরেণ্য ধর্মীয় নেতা- শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায- এর একটি ফতোয়ার উদ্ধৃতি দেয়া সমীচীন বলে মনে করছি। তার ফতোয়াটি হুবহু এখানে তুলে ধরা হলো:

فتوى عبد العزيز بن باز:

من السنة خروج النساء إلى المصلى فى يومَى العيدين . ففى الصحيحين وغيرهما عن أمّ عطية رضى الله عنها قالت : أُمِرنَا، وَفِى رواية : " اَمَرَنَا أن نَخْرُجَ ونُخرِجَ العواتق وذوات الخدور" - وفى رواية الترمزى: أن رسول الله ﷺ كان يُخرِجُ الأبكارَ والعواتِقَ وذواتِ الخدوروالحُيّضَ فى العيدين - فأمَّا الحُيّضُ فيعتزلن المصلّى ويشهدن دعوةَ المسلمين . قالت إحداهُنّ : يارسول الله ﷺ : إن لم يكن لها جلباب ؟ قال: " فلتَعِرْهَا أختُها من جلابيبها ". وفى رواية النسائى، قالت حفصة بنت سيرين: كانت أمُّ عطية لا تذكر لنا رسولَ الله ﷺ إلاَّ قالت : بِأَبِي، فقلت: "سمعتِ رسولَ الله ﷺ يذكركذا وكذا" ؟ قالت: نعم، بأبي . قال: " لِتَخرُجِ العواتقُ وذواتُ الخدوروالحُيَّضُ فيشهدنَ العيدَ ودعوةَ المسلمين، ولِتَعتزلِ الحُيَّضُ المصلّى"

وبناءً على ما سبق يتَّضح أن خرُوجَ النِّساء لصلاة العيدين سنَّةٌ مؤكَّدةٌ، لكنْ بشرطِ أن يَّخرُجنَ مستَتِراتٍ، لا متبرّجاتٍ، كما يُعلم ذلك من الأدلة الأخرى .

أمَّا مصافحة النِّساء فلا تجوز، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: "مامسَّت يَدُ رسولِ الله يدَ امرأةٍ قطُّ، ما كان يُبايِعُهُنَّ إلاَّ بالكلام" .

অর্থাৎ: উভয় ‘ঈদের দিবসে মহিলাদের ‘ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়া একটি সুন্নত। বুখারী, মুসলিম এবং অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থ সমূহে সংকলিত উম্মে ‘আতিয়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আমরা এ মর্মে আদিষ্ট হয়েছি। অন্য এক বর্ণনায় আছে, আমাদেরকে (নবীজী ﷺ) এ মর্মে আদেশ করেছেন যে, আমরা যেন যুবতী ও অবগুণ্ঠনকারীনীদেরকে উভয় ‘ঈদের ময়দানে হাজির করি। আর তিনি ঋতুবতী মহিলাদেরকে আদেশ দিয়েছেন, তারা যেন মুছল্লা (নামাযের জন্য নির্দিষ্ট স্থান) হতে আলাদা থাকে। অন্য এক বর্ণনায় আছে: তিনি (নবীজী) আমাদেরকে নিজে বের হওয়ার এবং যুবতী ও অবগুণ্ঠনকারীনীদেরকে (‘ঈদের সমাবেশে) নিয়ে আসার হুকুম দিয়েছেন। তিরমিযীর একটি বর্ণনা মতে রসূল ﷺ কুমারী, যুবতী ও পর্দার আড়ালে অবস্থানকারীনী এবং ঋতুবতী মহিলাদেরকে ‘ঈদের সমাবেশে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতেন। তবে ঋতুবতীরা মুছল্লা হতে দূরে অবস্থান করত, কিন্তু মুসলিম জনতার সাথে দু‘আতে শরীক হত।

(একবার) জনৈক মহিলা নবীজীকে বল্ল: যদি তার নিজের কাছে جلباب (স্কার্ট জাতীয় পোশাক) না থাকে তা হলে তার করণীয় কী? তিনি বল্লেন: এ ক্ষেত্রে তার বোন (বান্ধবী) যেন নিজের বস্ত্র হতে তাকে ধার দেয়।

নাসাঈর অন্য এক বর্ণনায় আছে: হাফছাহ বিনত সীরিন বলেছেন: যখনই উম্মে আতিয়্যাহ নবীজীর কথা উল্লেখ করতেন তখন বলতেন: بِأَبِي (অর্থাৎ আমার পিতা তাঁর প্রতি উৎসর্গিত হোক)। আমি তাঁর কাছে জানতে চাইলাম: আপনি কী নবীজীকে সরাসরি এ নির্দেশগুলো দিতে শুনেছেন? তিনি উত্তর দিলেন; হ্যাঁ, আমার পিতা তাঁর প্রতি উৎসর্গিত হোক, নবীজী বলেছেন: "অবশ্যই যেন যুবতী, অবগুণ্ঠনকারীনী এবং ঋতুবতীরা ঘর থেকে বের হয়ে 'ঈদের সমাবেশে এবং মুসলমানদের দু'আর সাথে অংশ গ্রহণ করে, আর ঋতুবতীরা যেন মুছল্লা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে"।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হলো যে, 'ঈদের সমাবেশে মহিলাদের উপস্থিতি একটি সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। কাজেই পবিত্র কুরআনের সুরতুল আহযাবের যে আয়তটি উদ্বৃতি দেয়া হয়েছে তার আলোকে আল্লাহর রসূলের এ নির্দেশ কার্যকর করার বিষয়ে আমরাও আদিষ্ট এবং এ বিষয়ে আমাদের পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি একেবারেই গৌণ।

তবে একটি বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, 'ঈদের সমাবেশে অংশগ্রহণকারী মহিলারা যেন যথাযথভাবে সতর আবৃত অবস্থায় অংশগ্রহণ করে, আর নিজেদের সৌন্দর্য ও রূপ প্রকাশের কোন ইচ্ছে মনে পোষণ না করে, এবং প্রসাধন ব্যবহার থেকেও যেন বিরত থাকে। [২]

দুঃখ জনক হলেও সত্য যে ইসলামের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশ, যা শুধু মুসলিম উম্মাহর ভাগ্যেই মহামহিম আল্লাহ বরাদ্দ করেছেন, তাতে উম্মাহর নারী ও শিশুরা যেন সমভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে সে জন্যই নবীজীর এ পদক্ষেপটি ছিল। তিনি শুধু যে নারীদের জন্য এ সমাবেশে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি দিয়ে ক্ষান্ত হয়েছিলেন তা নয়, বরং তিনি রীতিমত সকলের প্রতি সাধারণভাবে এ নির্দেশ দিয়েছিলেন, তারা যেন যুবতী নারী, ঋতুবতী মহিলা এবং গৃহ অভ্যন্তরে অবস্থানকারীনীদেরকেও 'ঈদের সমাবেশে সঙ্গে করে নিয়ে আসে।

কারো মনে যেন এ সন্দেহের উদ্রেক না হয়- এ আদেশ হয়ত যারা নামাযে অংশ গ্রহণ করতে পারে শুধু তাদের জন্যই- তাই তিনি বিশেষভাবে (Categorically) এ নির্দেশও দিয়েছিলেন: "ঋতুবতী মহিলারাও যেন এ সমাবেশে উপস্থিত হয়- তবে তারা নামাযের কাতারে দাঁড়াবে না, বরং একটু দূরে অবস্থান করবে, আর সম্মিলিত দু'আর অনুষ্ঠানে শরীক হবে, এবং ওয়াজ নছীহত শ্রবণ করবে"।

আরো দেখা যায়, জনৈকা মহিলা যখন জানতে চাইল: "হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কারো-কারো 'ঈদের সমাবেশে আসার মত উপযুক্ত বস্ত্র তথা জিলবাব থাকে না, তখন কী করণীয়"? এর উত্তরে নবীজী বল্লেন: "যদি কারো জিলবাব না থাকে তা হলে তার সঙ্গী সাথীদের মধ্যে যার কাছে অতিরিক্ত জিলবাব আছে তার কাছ থেকে ধার নিবে"।

অন্য বর্ণনা মতে: "যার কাছে অতিরিক্ত বস্ত্র আছে সে যেন স্বপ্রনোদিত হয়ে যার কাছে এ বস্ত্র নেই তাকে ধার দেয়"।

সব আলোচনার সার কথা হচ্ছে এই যে, মহিলারা যেন কোন অজুহাতে 'ঈদের সমাবেশ থেকে বঞ্চিত না হয় নবীজী সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে চেয়ে ছিলেন।

হারামাইন শরীফাইনসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ রীতিটি এখনও চালু আছে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, আমি এক নাগাড়ে ছয়টি বছর (১৯৯০-১৯৯৬) মালয়েশিয়াতে অবস্থান করেছিলাম, তা ছাড়া কেনেডা এবং অস্ট্রেলিয়াতেও 'ঈদ উদযাপনের সুযোগ আমার হয়েছে। সবখানে দেখেছি 'ঈদের সমাবেশে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল একটি স্বাভাবিক ও স্বতস্ফুর্ত ব্যাপার। তবে কেন যেন পাক ভারত উপমহাদেশে 'ঈদের সমাবেশে মহিলাদেরকে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত করা হয়, সে প্রশ্নের কোন উত্তর আমার কাছে নেই। ভাব খানা এমন যে, মহিলাদের জন্য 'ঈদের সমাবেশে উপস্থিত হওয়া হারাম বলা না গেলেও মাকরূহ তো অবশ্যই হবে।

এমতাবস্থায় এ বিলুপ্ত ও মৃতপ্রায় সুন্নাতটি পূণর্জীবিত করার কাজটি হবে এমন এক মহৎ উদ্যোগ, যার ব্যাপারে নবীজী ﷺ এর একটি প্রচলিত হাদীছের কথা প্রযোজ্য: "আমার উম্মতের বিপর্যয়ের সময়ে যে আমার একটি সুন্নাতকে পূণর্জীবিত করবে তার জন্য রয়েছে শত শহীদের (বা পূর্ণ শহীদের) মর্যাদা"। তবে হাদীছটিকে আল আলবানী দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন। অবশ্য এর কাছা কাছি একটি বিকল্প বর্ণনা রয়েছে, যা বিশুদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত। তা হলো: "যে ব্যক্তি

[২] সূত্র, দেখুন: [طريق الاسلام] ar.islamway.net শায়খ বিন বাযের ফাতওয়া। বিষয়: خروج النساء لصلاة العيد -Published on: 26-07-2014.

আমার উম্মতের বিপর্যয়কালে আমার একটি সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে তার জন্য রয়েছে শত শহীদের মর্যাদা" (তাবারানী, আবু হুরায়রাহ বর্ণিত)।

অবশ্য নবীজী ﷺ এ সুন্নাতটিকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে ভাবে নির্দেশ দিয়েছেন এবং তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছেন তাতে করে আমরা দাবী করতে পারি যে, সুন্নতটিকে সাহসিকতার সাথে সমুন্নত করতে পারলে নবীজী ঘোষিত এ মর্যাদার অধিকারী হওয়া যাবে।

বর্তমানে যেহেতু আমাদের সমাজ থেকে এ সুন্নতটি বিলুপ্তপ্রায় হয়ে গেছে, তাই এ জন্য দরকার কোন অকুতুভয় ব্যক্তির দুঃসাহসিক পদক্ষেপ। আল্লাহ আমাদেরকে সমাজে ইসলামী সংস্কৃতির সঠিক বাস্তবায়নের তাওফীক দিন। আমীন।